স্মরণীয় যাঁরা ১০০

বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

সবিনয় নিবেদন

প্রতিভাধর মানুষ যুগে যুগে সব দেশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকেন। তাঁদের বিস্ময়কর কর্মময় জীবন-কথা আমাদের কেবল মুগ্ধই করে না, করে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিতও। সেইসব মহাজীবনের কাহিনি চরিত্রগঠনে পথ দেখায় আমাদের। এ-কারণেই মহৎ জীবনী-পাঠের সবিশেষ উপকারিতার কথা আমরা সেই ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি বড়োদের মুখে-মুখে।

ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা আমাদের দেশের গুণী মানুষদের কর্মোজ্জ্বল জীবন-কথা পড়ে সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে। তাছাড়া দেশের মহৎ ব্যক্তিদের কথা জানা ও জানানো আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও বটে। সে কথা ভেবেই স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে কিশোর কিশোরীদের হাতে ১০০ জন মনীষীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা 'স্মরণীয় যাঁরা ১০০' শিরোনামে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। খুব সংক্ষেপে, এক-একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের কথা শিশু ও কিশোরদের উপযোগী করে তাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

কেবল ছোটোদের জন্য, কিন্তু স্রেফ ছোটোদের ভালোলাগার জন্যই নয় বা নিছক আনন্দ-দানের জন্যও নয়; তাদের মন-মানসিকতা-চরিত্র গঠনের জন্য, মহৎ জীবনী-পাঠের চিরকালীন উপকারিতার কথা মাথায় রেখেই সহজ ভাষায়, আর সংক্ষিপ্ত আকারে 'স্মরণীয় যাঁরা ১০০' গ্রন্থের পরিকল্পনা। সঙ্গে একশো জন মনীষীরই ১০০টি ঝকঝকে পোট্রেট দেওয়া হয়েছে। ছবিগুলো অত্যন্ত যত্ন সহকারে এঁকেছেন শিল্পী বিশ্বনাথ দে। লেখা এবং ছবির একত্রিত উপস্থাপনায় বইটি সকলের কাছে আরও বেশি মনোগ্রাহী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচিত গুণিজনদের বিশাল কর্মময় জীবনের সামগ্রিক চিত্র বিস্তৃতভাবে এখানে আদৌ আঁকা হচ্ছে না। সে অভিপ্রায়ও গ্রন্থকারের নয়। সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁদের বিশেষ-বিশেষ গুণাবলির একটা স্কেচ এখানে আঁকা হল। তবু তাঁদের প্রতিভার দীপ্তির এই আলোক-রেখাটুকু ছোটোদের খুশি করবে। আনন্দ দেবে। উদ্দীপ্ত করবে। উৎসাহিত করবে। প্রাণিত করবে। সেই মহৎ সামাজিক দায়িত্বটুকু পালনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

মহাজীবনের এই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ছোটোদের মনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। এই সামান্য প্রাপ্তি থেকে আরও প্রাপ্তিতে পৌঁছানোর আকুতিটুকু জাগিয়ে তুলতে পারাই এ-গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হয়তো বা সার্থকতাও। ছোটোদের মনের মধ্যে এই জাগিয়ে দেওয়া বা জাগিয়ে তোলা সৎ ও শুভ আগ্রহকে তারা বড়ো হয়ে নিবৃত্ত করবে অন্য কোনো মহৎ, বৃহৎ লেখক রচিত এইসব স্মরণীয়দের সমগ্র জীবন-কথা পড়ে। এখানে সেই আগ্রহটুকু জাগিয়ে দেওয়াই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যমাত্র।

শ্রীরামপুর
আগস্ট, ২০২২

বিনীত
বিজিত ঘোষ

সূচিপত্র

উইলিয়াম কেরী ৯
রামমোহন রায় ১১
ডিরোজিও ১৩
রাসসুন্দরী দাসী ১৫
রামতনু লাহিড়ী ১৭
প্যারীচাঁদ মিত্র ১৯
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ২১
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৩
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২৫
প্যারীচরণ সরকার ২৭
মধুসূদন দত্ত ২৯
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩১
কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ৩৩
মহেন্দ্রলাল সরকার ৩৫
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ৩৭
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৯
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৪১
স্বর্ণকুমারী দেবী ৪৩
জগদীশচন্দ্র বসু ৪৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৭
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৪৯
নীলরতন সরকার ৫১
বিবেকানন্দ ৫৩
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৫৫
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৫৭
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫৯
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৬১
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬৫
ভগিনী নিবেদিতা ৬৭
মহাত্মা গান্ধি ৬৯
মাতঙ্গিনী হাজরা ৭১
চিত্তরঞ্জন দাশ ৭৩
আচার্য যদুনাথ সরকার ৭৫
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭৭
অরবিন্দ ঘোষ ৭৯
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ৮১
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৮৩
দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার ৮৫
মুকুন্দ দাস ৮৭
সরোজিনী নাইডু ৮৯
রাজশেখর বসু ৯১
ক্ষিতিমোহন সেন ৯৩
বাঘাযতীন ৯৫
বেগম রোকেয়া ৯৭
শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ৯৯
বিধানচন্দ্র রায় ১০১
অনুরূপা দেবী ১০৩
নিরুপমা দেবী ১০৫
নন্দলাল বসু ১০৭
রাসবিহারী বসু ১০৯
যামিনী রায় ১১১
সুকুমার রায় ১১৩
কানাইলাল দত্ত ১১৫

ড. এস. রাধাকৃষ্ণণ ১১৭
রমেশচন্দ্র মজুমদার ১১৯
প্রফুল্ল চাকী ১২১
জওহরলাল নেহরু ১২৩
ক্ষুদিরাম বসু ১২৫
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১২৭
ড. বি. আর আম্বেদকর ১২৯
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১
প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ১৩৩
মেঘনাদ সাহা ১৩৫
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৩৭
সূর্য সেন ১৩৯
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ১৪৩
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৪৫
গোষ্ঠ পাল ১৪৭
সুভাষচন্দ্র বসু ১৪৯
নিরদ সি. চৌধুরি ১৫১
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৩
জীবনানন্দ দাশ ১৫৫
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৭
নজরুল ইসলাম ১৫৯
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৬১
অন্নদাশঙ্কর রায় ১৬৩
সৈয়দ মুজতবা আলি ১৬৫
যতীন দাশ ১৬৭
রামকিঙ্কর বেইজ ১৬৯
দীনেশচন্দ্র মজুমদার ১৭১
ভগৎ সিং ১৭৩
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৫
বিনয়কৃষ্ণ বসু ১৭৭
মাদার টেরেসা ১৭৯
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১৮১
দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩
বাদল গুপ্ত ১৮৫
পি. সি. সরকার ১৮৭
মুজিবর রহমান ১৮৯
সত্যজিৎ রায় ১৯১
সমরেশ বসু ১৯৩
ঋত্বিককুমার ঘটক ১৯৫
সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯৭
পঙ্কজ রায় ১৯৯
শামসুর রাহমান ২০১
শঙ্খ ঘোষ ২০৩
শক্তি চট্টোপাধ্যায় ২০৫
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২০৭

১৭৬১ - ১৮৩৪

উইলিয়াম কেরী

বিশিষ্ট পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক উইলিয়াম কেরী জন্মগ্রহণ করেন ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ আগস্ট। ইংল্যান্ডের নর্দাম্পটনশায়ারে। উইলিয়াম কেরী ছিলেন মিশনারি ও বাংলা গদ্যভাষার পাঠ্যপুস্তকের প্রবর্তক। গ্রিক, ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা সহ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদিতে সবিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন কেরী।

শ্রীরামপুর মিশনের (১৮০০) প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন ড. উইলিয়াম কেরী।

ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কেরী ভারতে প্রথম আসেন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতায় এসে রামরাম বসুর কাছে তিনি বাংলা শিক্ষা লাভ করেন। ১৭৯৪-তে কেরী মালদহের মদনবাটী নীলকুঠির তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হন। এখানে এসে তিনি স্থানীয় কৃষক-প্রজাদের পড়াশোনার জন্য স্কুল নির্মাণ করেন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কেরী বাংলা ভাষার প্রভূত উন্নতি সাধন করে গেছেন।

বই ছাপার উদ্দেশ্যে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে কেরী দেশি হরফ তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে কয়েকজন সঙ্গীসহ কেরী আসেন শ্রীরামপুরে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই মিশনে কেরীই নিয়ে আসেন পঞ্চানন কর্মকারকে। কেরী ও পঞ্চানন, উভয়ের প্রচেষ্টায় প্রথম বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হয় ম্যাথু রচিত 'সমাচার' পত্রিকাটির প্রথম পাতা। সে-দিনটা ছিল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মার্চ। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হল প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ 'মিশন সমাচার'।

১৮০১-এর মে মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন উইলিয়াম কেরী। এখানে তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর অধ্যাপনা করেন। সহজ ভাষায় সিভিলিয়ানদের জন্য পাঠ্য বাংলা গদ্যগ্রন্থ লিখতে উদ্যোগী হন কেরী। অন্যান্য পণ্ডিতদের দিয়েও তিনি লিখিয়ে নেন একাধিক গ্রন্থ। কেরীই প্রথম বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। কেরীর লেখা 'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) গ্রন্থ দুটি পড়লে বোঝা যায়, বাংলা ভাষার উপর কী অসাধারণ দখল অর্জন করেছিলেন তিনি। কেরী সাহেবের ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। যে ধরনের বাংলা পত্র লিখে গেছেন কেরী, একজন বিদেশির পক্ষে তা সত্যই বিস্ময়কর!

উইলিয়াম কেরী বাংলা হরফের সংস্কার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় হরফ তৈরি, এ-দেশীয় কৃষ্টি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার জন্য অমর হয়ে আছেন দেশবাসীর হৃদয়ে।

এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি-র প্রতিষ্ঠা (১৮২৩) কেরীর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। ১৮২৪-এ এই সংস্থার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন কেরী। তাঁর রচিত প্রায় অর্ধশত গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 'নিউ টেস্টামেন্ট', 'বাংলা ব্যাকরণ'; 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'; 'বাংলা-ইংরাজি অভিধান' ইত্যাদি।

সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা ও পেশার (পাদুকা-নির্মাতা) একজন মানুষ হয়েও উইলিয়াম কেরী বাংলা ভাষায় যে-দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। বহুভাষাবিদ পণ্ডিত কেরী পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ।

গদ্য পাঠ্য-পুস্তকের প্রবর্তক হিসেবে বাংলা গদ্যের বিকাশের ইতিহাসে কেরী একটি প্রাতঃস্মরণীয় নাম। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ড. উইলিয়াম কেরী ভারতের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান রূপকার। উনিশ শতকে শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই এসেছিল পরিবর্তনের জোয়ার, আর সেই প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেরীর ভূমিকা ছিল প্রকৃতই পথিকৃতের। এই মহানের মৃত্যু হয় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন।